Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-II, published on April 2021, Page No. 1 –7
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে নাগরিক চেতনার উন্মোচন

সুবর্ণা সেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল-sensubarna4@gmail.com

Keyword
বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন প্রেক্ষাপট, আধুনিক জীবন, নাগরিক চৈতন্য, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ও তার বাস্তব প্রতিচিত্র

Abstract
রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কথাসাহিত্যে দিক পরিবর্তনকারী এক ক্রান্তিকালের বাণীশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র। জীবনের শত সহস্র আশাভঙ্গের কাহিনী, রিক্ত হৃদয়ের দীর্ণতা, একটি প্রাণস্পন্দনের আশ্চর্য উদ্ভাসন, জীবন প্রত্যয় থেকে একপ্রকার আশাবাদী মন সব মিলিয়ে তাঁর সাহিত্যের শিল্পরীতি ও অর্থনৈতিক সংকট ও সমাজ পরিবর্তনের কালচক্রে উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত নাগরিক জীবনের হাহাকার, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির দোলাচলতা এমন নৈপুণ্যে বিশ্লেষিত হয়েছে, যা আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করার চেস্টা করা হয়েছে।

এই নাগরিক চেতনায় তিনি 'ছোট সুখ ছোট ব্যাথা'র যে তত্ত্ব সেই দ্বান্দ্বিকতাকে অত্যন্ত সংবেদনশীল, কখনো সাংসারিক রোমান্টিকতার ক্ষুদ্র পরিসরে পৃথক স্বাতন্ত্র্যে ব্যাখ্যায়িত করেছেন। একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক গতিশীলতা, শ্রমের বিভাজন প্রেমেন্দ্র মিত্রের বহু লেখনীকে সমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ, বানিজ্য সম্প্রসারণ, নগর সৃষ্টি বা আধুনিক নগরায়ণের ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে শহরের কথা ১৯২৯ এ প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী', ১৯৩১ এ প্রকাশিত 'চৈতালি ঘূর্ণি', ১৯৩৬ এ প্রকাশিত 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র মতো কালজয়ী উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে নাগরিক চেতনা নানা আঙ্গিকে সঞ্জাত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যাবস্থার পরিশীলিত রুচির আগমন, আত্মপরিচয়ের সংকট নাগরিক চেতনার রঙে রঞ্জিত হয়েছে লেখকের কালজয়ী সৃষ্টিতে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই নাগরিক চেতনা ও মহানগরের সংকট, যান্ত্রিকতা, মনস্তাত্ত্বিকতা, শিকড় থেজে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সূত্রপাত, অর্থনৈতিক শোষণের কাছে বিকৃত মনুষ্যত্ব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব অর্থনৈতিক অধঃপতন অত্যন্ত সূচারুভাবে বর্ণিত হতে দেখা গেছে। এরই মাঝে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে মানুষের স্বপ্ন, আশা, কল্পনা, জেগে থাকে। মহানগরে যন্ত্রের নির্মোঘ যেমন সত্যি, তেমনি মানুষের উৎসাহ জেগে থাকাও সত্যি, এই দুটি চিত্রই এখানে লেখক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আবেদনে প্রকাশ করেছেন। মহানগরের যান্ত্রিক কলরব, জটিলতা, আলোকোজ্জ্বল জাঁক-জমক, মানুষের বিবেক বুদ্ধি, অদম্য উৎসাহ মধ্যবিত্ত জীবনের কথাকার রূপে তাই লেখক

জানিয়েছেন, যেন পাঠক দর্শক তাঁর সঙ্গেই নগর জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে করতে এগিয়ে চলুক, যে মহানগরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর মতো অজস্র ক্ষত, আবার যে মহানগর কখনো উঠেছে মিনারে, মন্দিরের চূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনা মতো মানবাত্মার। তিনি তাই তাঁর সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে একদিকে মানুষ ও অন্যদিকে নগরকে উপজীব্য করেছেন। মধ্যবিত্তের সংকটে যেখানে রোমান্টিকতা ক্ষুদ্র বিলাসিতা মাত্র, তবুও সেখানে মানুষ বেঁচে থাকার আশা ছাড়েনা। এই ভাবনাই 'পুন্নাম', 'শুধু কেরানী', 'হয়তো', 'মহানগর', 'সংসার সীমান্তে' প্রভৃতি গল্পে নগর সভ্যতার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর আজীবন ব্যাপী সাহিত্য সাধনায় 'পুন্নাম'-এ নাগরিক সংগ্রাম, 'হয়তো'-তে সামন্ততান্ত্রিক রূপ, শহরের ভীতি, 'সংসার সীমান্ত'-তেও শহরের যান্ত্রিকতা, কলুষতা, 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' এ শহরবাসী যুবকের মৌখিক সহানুভূতির ঊর্ধ্বে মেকী মূল্যবোধ বা মূল্যবোধহীনতা, তার দ্বারা যামিনীর প্রতারিত হওয়ার চিত্রগুলি এত সংবেদনশীল ভাবে প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য হয়েছে যা নিঃসন্দেহে পাঠক দর্শককে ভাবিয়ে তোলে প্রবন্ধ শেষে একথা বললে অত্যুক্তি হয়না।

ভূমিকা : প্রথম জীবনের একটি কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ব্যাক্ত করেছিলেন-

"একটি আকাঙ্ক্ষা শুধু
জ্বেলে রেখে গেনু।
আজো যারা আসে পিছে,
অনাগত পৃথিবীর ভ্রূন শিশু যত,
তারা যেন পৃথিবীরে এমন করিয়া নাহি দেখে।
. . .
যারা আজো জন্ম লয় নাই,
তাহাদের প্রেম
ব্যর্থ নাহি হয় যেন এমন করিয়া
. . .
দেবতার দ্বার যেন তাহাদের তরে
আজিকার মতো রোধ
নাহি করে স্বার্থ অসঙ্গত,
কপট না মোহ, প্রবঞ্চনা,
হিংসা, অন্ধকার;
পৃথিবী সুন্দর হয় যেন।"[১] ('প্রার্থনা'/প্রথমা)

বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিঃসন্দেহে এক অবিসংবাদী ও ব্যতিক্রমী প্রতিভা। রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে তিনি বাংলা সাহিত্যের নবতম শিল্পরূপ ছোটগল্পের জগতে যে পরীক্ষামূলক গবেষণা করেন, তা তাকে প্রায় শ্রেষ্ঠ গল্পকারের অভিধায় ভূষিত করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পূর্বে বাংলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে নরেশ সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমকালীন লেখকদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যালদের মতো প্রথিতযশা লেখকদের রচনায় পাপ-পুণ্য বোধ, অপরাধ প্রবণতা, এ যুগের নৈরাশ্য-হতাশা, রোমান্টিকতা, জটিল মনস্তত্ত্বের আর্তধ্বনির অনুরণন প্রতিধ্বনিত হতে শোনা গেছে। জীবনের ভয়ঙ্কর তথা জটিল চিত্রধর্মিতা, বিপর্যয়, হতাশা, মমনধর্মিতা যেমন এ যুগের সাহিত্যিকেরা

প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি পাশ্চাত্য প্রভাব, শিল্পরীতিগত নবত্ব, যুক্তি, মননশীলতা, আবেগ, আতিশয্যহীন বুদ্ধিদীপ্ত জনজীবনের প্রতি লেখকগোষ্ঠীর এক বিশেষ সমবেদনা, সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে। নাগরিক তথা জীবনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, গভীরতর অনুধ্যান প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো লেখক গল্প নির্মাণে, চরিত্র নির্বাচনে বা গঠনে, বিশেষত মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংকটে, বহুমাত্রিক বিন্যাস, ঔপনিবেশিক জটিলতা, দ্বন্দ্ব তা থেকে অতিক্রান্ত হওয়া দিকগুলি যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নির্মাণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে তাঁর নির্বাচিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

নির্বাচিত কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে বিশ শতকের প্রথম দিকের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বানিজ্যিক বন্দর রূপে কলকাতা মহানগরের জন্ম, প্রাচীন আদর্শ, সমাজ ব্যবস্থা থেকে নবতম উত্তরণের পথে নতুন আত্মবিশ্বাসে মহানগরের জীবন সম্পৃক্ত ইতিবৃত্ত, জনজীবনের দিন যাপনের গ্লানি, জটিলতা থেকে কর্দমতা প্রভৃতি নাগরিক জীবনের চালচিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীতে আত্মপ্রকাশ করেছে বারম্বার। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নাগরিক জীবনের দারিদ্র্য, বৈচিত্র্য, দ্বন্দ্ব, জটিলতা, মনোবিকলন তত্ত্ব লেখকের অভিজ্ঞতার জগৎকে একাধিকবার পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

"The growth of industrialism in the nineteenth century, and the economic necessities that drew people to the city, brought about a new mood reflected in the literature of the time"[২]

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডায়ানা ফেস্টো ম্যককরমিকের উক্ত উদ্ধৃতিটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তিনসঙ্গী'র কাহিনী সমূহে, 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর' প্রভৃতি গল্পে বা প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী-কথা'র গল্পগুলি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য জীবনে নাগরিক প্রেক্ষাপট সৃজনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোল গোষ্ঠির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, অন্ত্যজ জীবনে নাগরিক প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে 'পুন্নাম', 'হয়তো', 'স্টোভ', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে', 'সংক্রান্তি', 'সত্য-মিথ্যা', 'সাপ', 'মহানগর', 'শুধু কেরানী', প্রভৃতি অজস্র চিত্র কাহিনী তাঁর নাগরিক জীবন সমৃদ্ধ সৃষ্টিকে তরান্বিত করেছে।

'বেনামী বন্দর' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'পুন্নাম' গল্পটির নামকরণ থেকেই এমন এক ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়, যা থেকে বহু বিষয় ইঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়। 'পুন্নাম' নামকরণটি যেন এক নরকের প্রতিবিম্ব রূপে ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে পুত্রহীনতা বা নরক যন্ত্রণার রূপক শব্দ রূপে 'পুন্নাম'-এর ব্যবহার হয়েছে। একটি জাহাজ ডকের হিসেব রক্ষক রূপে ললিত নামক এক পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যার চার বছরের শিশুপুত্র সর্বদা অসুস্থতার কারণে শারীরিক ও মানসিক প্রায় সবদিক থেকে বিপর্যস্ত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভারতের এক দুর্দশাগ্রস্থ, বিধ্বস্ততার প্রতিরূপ এই বিকৃত শৈশবের শিশুটি। নগর জীবনের তীব্র অর্থনৈতিক দৈন্য, আপন শিশুপুত্রকে ভবিষ্যতের নাগরিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্ঠায় দীশেহারা হয়ে পরিশেষে চুরির মতো অপরাধে নিজেকে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে এক অসহায় পিতার আত্মসমর্পণের আর্তি, অবাধ স্বার্থপরতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব পটভূমিকায় মানুষের মূল্যবোধহীনতা, হতাশা, আত্মিক সংকট, আপন অসুস্থ পুত্রের অসংলগ্ন আচরণ ললিত ও তার স্ত্রী ছবির মতো নর-নারীর মধ্য দিয়ে লেখক নাগরিক দূর্দশার এক অন্যরকম বিষাদ ঘন মাত্রাকে পাঠকের হৃদয় দর্পণে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আবেদনে অঙ্কিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এমনই এক পটভূমিতে রচিত 'হয়তো' গল্পটিতে আছে নাগরিক জীবনের শহর কেন্দ্রিক পরিবেশে এক দূর্যোগ বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত জীবনের অভিনব ইঙ্গিতধর্মিতা। গল্প মধ্যে এক স্থানে পথের ধারে গ্যাস বাতি গুলোর নিষ্প্রভ হওয়া, চেন দিয়ে ঝোলানো অর্ধ সমাপ্ত কাঠের সেতু, মহিম ও লাবণ্যের উদ্দেশ্যহীন ভাবে শহরে ঘুরে রেড়ানোর যে চিত্র, এসব প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকে গড়ে ওঠা দক্ষিণ কলকাতার অর্ধ মফস্বল-অর্ধ শহরের এক

অভূতপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। নাগরিক জীবন ও অন্যদিকে মানব মনের অসংগঠিত চিত্র, পিসিমার শকুনির দৃষ্টি, স্বামীর সন্দেহ, মাধুরীর দুর্জ্ঞেয় স্বভাব এক ক্ষয়িষ্ণু সাতমহলা বাড়ির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও নতুন ধ্যন-ধারণার প্রবর্তনের স্থিরচিত্রকে নানা চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে লেখক বাস্তব মাটিতে ভূমিষ্ঠ করেছেন।

'সংক্রান্তি', ও 'সত্যমিথ্যা' গল্প দুটির মধ্যেও কলকাতার মেস জীবনের বহু বিচিত্র মানুষের, বিভিন্ন বয়সী পুরুষের, বিভিন্ন আত্মানুসন্ধান পাওয়া যায়। কেউ সরকারি চাকুরিজীবি, কেউ মধ্যবিত্ত কেরানী, কেউ বা চাকুরির জন্য হন্যে হয়ে খোঁজা মানুষ, কেউ পঠনরত, ঠাকুর, চাকর, রাঁধুনি কত বিচিত্র মনুষ্য জীবনের লীলায় চিত্রায়িত।

"নীচে মেসের ঝি তার নিত্য নিয়মিত কলহ বাধিয়েছে ঠাকুরের সঙ্গে। পাশের সীটের প্রৌঢ় খিটখিটে ভদ্রলোক তাঁর হাঁপানির একঘেয়ে একটানা কাশিতে কান ঝালাপালা করে তুলেছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে, পাশের ঘরের ছাত্রের জ্যামিতি মুখস্থ করার শব্দ, মেসের পেছনে ছাইগাদায় একপাল কাকের কোলাহোল ও নিচে ক্রুদ্ধা ঝি বাসন কোসনের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়ায় তাদের করুন ধাতব আর্তনাদ এসে পৌঁছচ্ছিল।"[৩]

কলকাতার মেসবাড়ির এই জীবন্ত লীলাচিত্র প্রত্যক্ষ করতে করতে নাগরিক কলরব মুখরিত প্রতিরূপ, বালিগঞ্জ, বেহালার নতুন উত্থান, গড়ে ওঠা রেলস্টেশন, ছোট-বড় কলকারখানা, শিল্পাঞ্চল, নব জাগরিত উদীয়মান এক সমাজ সভ্যতার সম্মুখে দন্ডায়মান করায়। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই সকল দিকগুলি তাঁর বিরচিত ছোটগল্পে যথার্থই মর্যাদা দিয়েছেন যেমন 'ছুটি' নামক একগল্পে নাগরিক চিত্র প্রজ্জ্বলিত হয়েছে ঠিক এভাবেই-

"বেহালার দিক থেকে এসে মাঝেরহাটের পোলের চড়াইটুকু উঠেই ঠিক পোলের মাঝামাঝি ঝকঝকে সুদৃশ্য সম্ভ্রান্ত চেহারার মোটরটা থেমে গেল। প্রশান্তবাবু ভেতরের গদিতে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে সামনের সীটের পিঠে পা দুটি তুলে নতুন চিনির কারখানার প্রস্‌পেক্‌টি পড়ছিলেন। ... অথবা স্টেশন থেকে দেখা যায়, কাটা খালের ওপারে কুলি পুরুষ ও রমণীরা ড্রেজারের ওপর থেকে কাটা মাটি চুবড়ি করে খালের ধারে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ... নির্জন স্টেশন হঠাৎ সরগরম হয়ে উঠেছে। বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন আসছে বুঝি।"[৪]

লেখকের বর্ণনায় সেকালের নগর কলকাতার একটি বাস্তবসম্মত প্রতিচিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়-
"ঝকঝকে সম্ভ্রান্ত দীর্ঘদেহ মোটরটির মত তাঁরও চেহারায়, বেশভূষায় ও মনে একটি সহজ সমৃদ্ধির ছাপ আছে কিন্তু তার সঙ্গে আছে মোটরের যন্ত্র নির্মিত দেহের কাঠিন্য। ...চেহারা তাঁর ঠিক অভিজাত বলা যায় না কিন্তু অপর্যাপ্ত অর্থ ও ক্ষমতার ছাপ তাতে অত্যন্ত স্পস্ট।"[৫]

এই গল্পে প্রশান্ত বাবু নামক এক আকস্মিক ভাবে ধনি ব্যক্তির সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিবর্তিত জীবন রূপ পাঠকের সম্মুখে এক নতুনতর সমাজ চিত্রে প্রতিভাসিত করে দেয়। দক্ষিণ কলকাতার গঙ্গার খালের পাড় ঘেষে গড়ে ওঠা চুন-সুরকির বাড়ি, নানা জীবিকার ছোট-বড় মাপের মানুষ, হঠাৎ করে জন্ম হওয়া অভিজাত শ্রেণি, একদিকে বহু জীবিকাশীল মানুষ, অন্যদিকে গ্রাম শহরের পরিবর্তিত পরিবেশে কর্ম সন্ধানী মানুষের নগর কলকাতায় আগমন, নীতিহীন ব্যবসা, অসৎপথে অর্থ উপার্জন, কালো মূলধন, কাঁচা পয়সার ব্যবহার সে সময়কার জীবন্ত দলিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোণাঘাট পেরিয়ে' ছোটগল্পটির ভাববস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জীবনে কাঁচা অর্থই যে একপ্রকার মানুষের সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি তা যেন আলোচ্য কাহিনীর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয়েছে।

নাগরিক জীবন জটিলতার আরো এক অন্যরকম ঘূর্ণাবর্ত বর্ণিত হয়েছে 'কুয়াশায়' গল্পটির মধ্য দিয়ে। 'উত্তর কলকাতার এক পার্কে দশ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক আত্মহত্যার প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য কাহিনীতে।

একজন বিধবা নারীর অকাল বৈধব্য যন্ত্রণা, নগর কলকাতার এক প্রাচীন বিশাল বাড়ির হেসেল ছিল যার সমস্ত জগৎ। যে বাড়ির জীর্ণ প্রতিটি কোণ ছিল অস্তমিত জীবনের চিহ্ন সম্বলিত। যে সরমা নরেনের সঙ্গে বেরিয়ে নতুন ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই মুক্তির পথ তাকে নরেনের বিশ্বাস ঘাতকতায় জীবনের জটিল থেকে জটিলতর জীবন সত্যের সম্মুখে দাড় করিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করে। নাগরিক কুটিলতার নাগপাশ তাই মেয়েটিকে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিতে বাধ্য করেছে। নাগরিক জটিলতার বিভীষিকায় যে অনেক দিন আগেই মনে মনে নিজেকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে, সে শুধুমাত্র দৈহিক মুক্তির আস্বাদনে আত্মহত্যা করে। স্বার্থপরতা, বিশ্বাস ঘাতকতা সরমার বিরামহীন জিজ্ঞাসাকে কুয়াশায় ভরা নগরী যেন বিষময় করে তুলে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয়; কাহিনী শেষে লেখক এ কথাই প্রমাণ করে দেয়।

'রাত্রির ছায়ায়' ও 'শৃঙ্খল' গল্পটির মধ্যেও মানব মনের নানা প্রবৃত্তি বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। নাগরিক জীবনের সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, বিকৃত মানসিকতার জন্ম দেয়। 'শৃঙ্খল' গল্পে ভূপতির জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, নিষ্ঠুরতা, নাগরিক জটিলতা থেকে উদ্ভূত একটি মানুষের বিকৃত সত্তার পরিচয় দেয়, ভূপতি যেন তাদেরই প্রতিভূ স্থানীয় এক চরিত্রের সাক্ষ্য বহন করে। এমনকি দাম্পত্য জীবনে এক অসামঞ্জস্য, অবিশ্বাস ক্রমশ তার স্ত্রী বিনতির সহজ-সরল প্রেমময় জীবনকে গ্রাস করে। "প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হয়ে পড়ে।"[৬]

'স্টোভ' গল্পটিও একটি মফস্বল শহরের প্রেক্ষাপটে নির্মিত নাগরিক জীবনের নানা উত্থান পতনের দোলাচলতাকে উপজীব্য করেছে। শিক্ষিতা ও উজ্জ্বল নারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী মল্লিকা, শশীভূষণের মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সংকীর্ণতাকে শিক্ষার আলোয় সে আলোকিত হয়ে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। যে চারিত্রিক স্পস্টতা ও ঔজ্জ্বল্য তার মধ্যে লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র নিঁপুণ ভাবে অঙ্কিত করেছেন তাতে নারীর শিক্ষাগত মানসিকতা, উন্নত জীবন প্রণালীর সূচনাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে।

'সাপ' গল্পটির মধ্যেও দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তরালে নাগরিক পটচিত্র পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী গঙ্গার ধার ঘেষে তৈরি কলকারখানা ও সেই কর্মস্থলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শ্রমিক শ্রেণি, তাদের জীবনের সকল অভাব-অভিযোগ, নিত্য নৈমিত্তিক সংগ্রাম, জীবন রক্ষার তাগিদ সেখানে এতটাই প্রবল যে নিজের আত্মপরিচয়, রুচি, চাহিদা, শিক্ষা কোনটাই মুখ্য রূপে নির্ণীত হয়নি। এই গল্পে লেখক একদিকে নবজাতক সমাজে উমেশের মতো মানুষকে সামনে রেখে অন্যদিকে অবৈধ প্রণয় কাহিনীর ভাববস্তুকে নির্মাণ করে নাগরিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত করেছেন।

নাগরিক জীবনের রিক্ত, শূন্য, হতাশ হৃদয়ের অন্তর্যন্ত্রণার ধ্বনি, খালাসিদের জীবন জটিলতার বাস্তব চিত্র 'নিশীথ নগরী', 'কলকাতার আরব্য রজনী', 'কল্পনায়' কাহিনী গুলিতে অসীম নৈপুণ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'চৌরঙ্গী'তে সাহেবদের মেলা এক্সজিবিশন, জুয়া খেলার বিভিন্ন চিত্রের পাশাপাশি পতিতা নারীর অসহায়তা বারবার সমাজের রক্তচক্ষুর দ্বৈতরূপকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে। ঠিক সেভাবেই 'সংসার সীমান্তে' গল্পে দরিদ্র পতিতা রজনীর ক্লেদাক্ত পঙ্কিল জীবন ও নতুন ভাবে জীবন তৈরীর তাগিদে নির্মম পরিণতি প্রকৃতপক্ষে পাঠকের হৃদয়কে বিস্মিত করেছে।

"শহরের এক প্রান্তের যে রাস্তাটিতে আমাদের গল্প শুরু হইবে সাধারণ অবস্থাতেই তাহাতে চলা দায়। গরুর গাড়ির ও মোটর লরির চাকায় তাহার যে হাল হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। দিনরাতের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে তাহার আরও শ্রী ফিরিয়াছে, পাশের নর্দমার সহিত তাহাকে আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই।

রাস্তাটির নাম নাই বলিলাম- দুই পার্শ্বের যে কুৎসিত খোলা ও টিনের চালে ছাওয়া খুপরিগুলি তাহার শোভাবর্ধন করিয়াছে, তাহাদের চেহারা হইতেই রাস্তাটির পরিচয় মিলিবে।"[৭] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য নাগরিক জীবনের পরিসরে গরুর গাড়ি থেকে শুরু করে মোটর গাড়ি, লড়ির যে সহাবস্থান তা প্রকৃত অর্থে গল্পের উদ্ধৃতি থেকে সে সময়কার তথ্যচিত্রের সাক্ষ্য দেয়।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটিও নগর প্রধান মধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষণিক সুখ কিংবা বলা যেতে পারে নিতান্তই দায়বদ্ধতাহীন দ্বিধা বিভক্ত অন্তঃকরণের প্রকৃত স্বরূপকে উন্মোচিত করেছে। মানব হৃদয়ের নানা সূক্ষ্ম ও মনুষ্য চিত্ত প্রবৃত্তি গুলি জাগ্রত হলেও স্বার্থান্বেষী মানসিকতার কারণে শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না। যার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রামের একটি মেয়ে যামিনীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পালন না করা এক শহরের যুবকের কৃতকর্মের মধ্য দিয়ে।

নাগরিক তথ্য চিত্রের এক বৃহত্তর পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে 'মহানগর' গল্পের মধ্য দিয়ে। যার মূল বিষয় ছিল ঔপনিবেশিক চিন্তা-চেতনা ও নগরায়ণ। যেখানে আর্থিক অনটনে মনুষ্যত্বের বিকৃত রূপ, স্বল্প আশা-কল্পনার জাগরণ, তাদের প্রত্যাশার বিলুপ্তি সব মিলিয়ে লেখক সে সময়কার দুটি চিত্র এখানে উপ্পস্থাপিত করেছেন। প্রথমত, মহানগরের পথে পথে যান্ত্রিক শব্দনাদ, শব্দের আধিক্য বা কলরব মুখরিত চিত্র, দ্বিতীয়ত, প্রসস্ত আলোকোজ্জ্বল মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত, অদম্য উৎসাহী কিছু প্রত্যাশার ব্যাপ্তি। প্রেমেন্দ্র মিত্র মহানগরের অন্দর ও বাহিরের চিত্র বর্ণনায় জানিয়েছেন-

"যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দিরচূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার। আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে পথ জটিল দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো, যে পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মতো, আর যে পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, অদম্য উৎসাহের মতো।"[৮]

লেখকের পরিভাষায় তিনি এই বিশ্লেষণের মধ্যে যে ভয়াবহ তথা জীবনের মহাকাব্যিক বিস্তৃতি প্রদান করেছেন তা আরো স্পস্টতা পেয়েছে এইভাবে-

"যে সঙ্গীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি... আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের উপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্যরাত্রে যে যে পথিক চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে। কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচিচিত্র, যেখানে খেই যাচ্ছে নিশ্চিত হয়ে হারিয়ে, উঠেছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে- সেই বিশাল দুর্বোধ চিত্রের অনুবাদ থাকবে সে সঙ্গীতে। ... আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি- মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনী-সমুদ্রের দু-একটি ঢেউ।"[৯]

এমনকি পুরোনো ভাঙা খাট, ইটখোলা, চালের আড়ত, কেঠোপটি, পাজাটালি, ইট, সুরকি, বালি, আবার অন্যপ্রান্তে সদাগরী জাহাজের আশেপাশে জেলে ডিঙি, খেয়া নৌকা, স্টিমার, লঞ্চ, মহানগরের প্রতিচিত্রকে নির্মিত করেছে। মহানগরে বহু মানুষ যেমন তাদের স্বপ্ন গড়ে তোলে, তেমনি আবার চিরতরে হারিয়েও যায়।

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় যে, আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর বহু বিচিত্র সৃষ্টির সম্ভার থেকে নাগরিক জীবনবীক্ষার ইতিবৃত্ত অঙ্কণে তথা বহু ব্যাপক পটভূমিতে জীবনের যে ঘন সন্নিবিষ্ট ও বাস্তবগ্রাহ্য চিত্রকে প্রতিফলিত করেছেন, যেভাবে মানবিক সম্পর্কের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন, তা তাঁর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকে গভীর, নর্মোহ জীবন দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত করেছে, একথা প্রত্যক্ষ প্রমাণে উদ্ভাসিত হয়েছে। যা সে সময়কার আধুনিক অথা পরিবর্তনশীল জীবনবৃত্তকে নিঃসংশয়ে উন্মুক্ত করেছে একথা বললে অত্যক্তি হয় না। তাই লেককের এমনই এক ভাবনার মধ্য দিয়েই আগামীর নতুন আশ্বাসে প্রবন্ধ শেষে বলা যায়-

"মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখনো-কখনো পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব-কিছুকে দাগী করে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।"[১০]

তথ্যসূত্র :

১। রায়, ডঃ রামরঞ্জন : 'গল্পের ভুবন : প্রেমেন্দ্র মিত্র', প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৭, পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৭।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা : 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৬।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৯।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৯।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৯।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭১।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭২।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৩।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৩-৭৪।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। চক্রবর্তী, সুমিতা: 'প্রেমেন্দ্র মিত্র', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০, প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ১৯৯৮।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা: 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৬।

৩। মুখোপাধ্যায়, তরুণ ও চৌধুরী, শীতল (সম্পাদনা): 'প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য', সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬, প্রথম সংস্করণ: ১ বৈশাখ ১৪০৭, ১৪ এপ্রিল ২০০০।

৪। রায়, ডঃ রামরঞ্জন: 'গল্পের ভুবন: প্রেমেন্দ্র মিত্র', প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০৭, পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৭।

৫। সান্যাল, নবনীতা: 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প বিষয় এবং শিল্পরূপ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ বড়দিন, ২০১০।